49

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23-DEC 1996
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 7

# প্রাথমিক শিক্ষার হাল-হকিকত

আমাদের দেশ দরিদ্র। আর একটা দরিদ্র ও অনগ্রসর সমাজে কোন ক্ষেত্রেই লক্ষ্য অর্জন খুব সহজে সম্ভব হয় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অর্জনও সহজ নয়। শিক্ষা ও দারিদ্র্যের মধ্যে রহিয়াছে জটিল সম্পর্ক। দারিদ্র্য শিক্ষার পথে বড় ধরনের একটি বাধা, অথচ দারিদ্র্য দূর করার অন্যতম উপায় হইতেছে জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। আসলে আমাদের মত অনগ্রসর সমাজের অধিকাংশ সমস্যা দূর করার জন্যও শিক্ষার প্রসার চাই। উদাহরণস্বরূপ জনসংখ্যা সমস্যা (যা কিনা আবার দারিদ্র্যের সাথে সম্পর্কিত) আমাদের একনম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। এই সমস্যার সমাধানে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। এই সত্যটি দেরীতে হইলেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বলিয়াই দেশে চলিতেছে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়া আসিবার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড গঠন করা হইয়াছে, বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা চলু হইয়াছে, চালু করা হইয়াছে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আইন করা হইয়াছে যে, ৫ হইতে ১০ বছর বয়সের সকল অক্ষরজ্ঞানশূন্য শিশুদের বিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা দায়ী থাকিবেন। প্রাথমিকভাবে সতর্ক করার পরও যদি অভিভাবকগণ স্ব-স্ব ছেলে-মেয়েকে স্কুলে প্রেরণ না করেন তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী অভিভাবকদের বিভিন্ন দণ্ড প্রদানের বিধিও রাখা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হইবার তিনবছর পরও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে এখনও এই মহতী কর্মসূচীর অধীনে আনা সম্ভব হয় নাই। গত শনিবার ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হইয়াছে এই হতাশাব্যঞ্জক তথ্য। প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, দেশের বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ১০ জন এখনও স্কুলে যাওয়া শুরু করে নাই আর যে ৯০ শতাংশ স্কুলে পড়িতেছে বা পড়ে তাহাদের ৪০ শতাংশ আবার পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর্বেই স্কুলে যাওয়া ও পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিতেছে।

আগেই বলিয়াছি দরিদ্র দেশে যে কোন লক্ষ্য অর্জনই কঠিন। '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিঃসন্দেহে কঠিন কিন্তু প্রাথমিক লক্ষ্যতো (সকল বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ) ইতিমধ্যেই অর্জিত হওয়া উচিত ছিল। ইহা সত্য যে, আমাদের দেশে পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই (যেইগুলি আছে সেইগুলির বেশীর ভাগ আবার আসবাবপত্র সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, বই-পুস্তক সমস্যাসহ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত)। আবার ইহাও সত্য যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইতেছে না কেন? বর্তমান সরকার "দেশের প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী নিয়াছে বলিয়া আমরা জানি। সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত কোন সমন্বিত পদক্ষেপ নিতেছে না কেন?

আমরা জানি যে, দরিদ্র অভিভাবকদের অনেকেই স্ব-স্ব শিশুদের অর্থনৈতিক কারণে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহার জন্য তো আইন করা হইয়াছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ কি হইতেছে? ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম যেভাবে আগাইতেছে, সেভাবে আগাইলে '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হইতে হইবে। গত তিনবছর ধরিয়া দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে যে কাজ হইয়াছে উহার সুষ্ঠু মূল্যায়ন করিয়া কার্যকর এমনসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে যাহাতে ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। আমাদের সম্পদ সীমিত। কিন্তু যথাযথ কর্মসূচী ও কাজের প্রতি আন্তরিক হইলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব হইবার কথা নহে।